ই - সংবাদ

।। প্রেস রিলিজ - তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর - ত্রিপুরা সরকার -১৭/০৫/২০১৭ ।। ১

ব্রজেন্দ্রনগরে প্রশাসনিক শিবির অনুষ্ঠিত

ধর্মনগর, ১৭ মে ।। মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে গতকাল কদমতলা ব্লকের ব্রজেন্দ্রনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্রজেন্দ্রনগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে প্রশাসনিক শিবির অনুষ্ঠিত হয় । শিবিরে ৬০টি পি আর টি সি, ৪৯টি এস সি, ৬টি ইনকাম এবং একটি ও বি সি সার্টিফিকেটের আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয়। শিবিরে ব্রজেন্দ্রনগর পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ঝুড়ন কান্তি দাস, মহকুমা কল্যাণ আধিকারিক তরুণ কান্তি সরকার, বি ডি ও বৈজয়ন্ত দাস সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে এলাকার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয় ।

খোয়াই ও কল্যাণপুরে পঞ্চায়েত উন্নয়ন তহবিলে নানা কাজ

খোয়াই, ১৭ মে ।। খোয়াই ব্লকের পূর্ব গণকী পঞ্চায়েতের গণকী কলোনী এবং মধ্য গণকী পঞ্চায়েতের তবলাবাড়ী হাইস্কুলে একটি করে দুটি বাইসাইকেল ষ্ট্যান্ড নির্মাণ করা হয়েছে । পঞ্চায়েত উন্নয়ন তহবিলে এই দুটি বাইসাইকেল ষ্ট্যান্ড নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৪ লক্ষ টাকা । এছাড়া, উক্ত তহবিলে ব্লকের পশ্চিম চেবরী পঞ্চায়েতের চেবরী বাজারে ৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি ওপেন শেড নির্মাণ করা হয়। এদিকে, কল্যাণপুর ব্লক এলাকার কুঞ্জবন হাইস্কুলের ডাইনিং হল এবং সঞ্জয় চৌধুরী পাড়া হাইস্কুলে রান্নাঘর সহ ডাইনিং হল সংস্কারে পঞ্চায়েত উন্নয়ন তহবিলে ব্যয় হয়েছে ৪ লক্ষ টাকা । খোয়াই জিলা পরিষদ কার্যালয় থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে ।

সুস্থ ও সুন্দর সমাজ গঠনে সমাজকল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা মন্ত্রীর গুরুত্ব

ধর্মনগর, ১৭ মে ।। ধর্মনগর বিবেকানন্দ সার্ধশতবার্ষিকী ভবনে কলামন্ডল মিউজিক কলেজের বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে ১৫মে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় । এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা মন্ত্রী বিজিতা নাথ । উদ্বোধকের ভাষণে তিনি বলেন, সুস্থ ও সুন্দর সমাজ গঠনে সুস্থ সংস্কৃতির প্রসারে কলামন্ডলের ধারাবাহিক সাংস্কৃতিক কর্মসূচি সহায়ক ভূমিকা নেবে । মন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার সুস্থ সংস্কৃতির বাতাবরণ তৈরী করতে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যাতে সমাজে সুন্দরভাবে গড়ে উঠতে পারে তার জন্য সমাজের শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী সহ সকল অংশের মানুষকে এগিয়ে আসতে তিনি আহ্বান জানান । স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংশ্লিষ্ট কলেজের অধ্যক্ষ সন্তোষ সূত্রধর । অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট নৃত্য শিল্পী (কলকাতা) মধুমিতা রায় ও বিশিষ্ট শাস্ত্রীয় সংগীত শিল্পী (বাংলাদেশ) স্বর্ণময় চক্রবর্তীকে সংবর্ধনা স্মারক উপহার তুলে দেন মন্ত্রী বিজিতা নাথ । অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কলামন্ডলের সভাপতি কল্যাণ চক্রবর্তী । অনুষ্ঠানে বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কবি ও সাহিত্যিক হৃষিকেশ নাথ, সংস্কৃতি প্রেমী বিজয়লক্ষ্মী সেন প্রমুখ ।

কাঁঠালিয়া ব্লকে ১২৩৯ পরিবারকে গৃহ

সোনামুড়া, ১৭ মে ।। কাঁঠালিয়া ব্লকে ৬৯১টি দরিদ্র পরিবারকে গৃহ নির্মাণ করে দেয়া হবে । এরমধ্যে এম এস ডি পি প্রকল্পে ৩০০টি পরিবারকে এবং প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় (গ্রামীণ) ৩৯১টি পরিবারকে গৃহ নির্মাণ করে দেয়া হবে। প্রতিটি গৃহ নির্মাণে ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা করে ব্যয় করা হবে । ইতোমধ্যে এম এস ডি পি প্রকল্পে ৩০০টি পরিবারকে গৃহ নির্মাণের জন্য প্রথম কিস্তির ৩০ হাজার টাকা করে প্রদান করা হয়েছে । ব্লক থেকে আরও জানানো হয়েছে ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষের বরাদ্দকৃত অর্থে কাঁঠালিয়া ব্লকের বিভিন্ন পঞ্চায়েত ও ভিলেজে এম এস ডি পি প্রকল্পে ২০০টি, রাজ্য সরকারের আবাসন প্রকল্পে ১১৯টি এবং ইন্দিরা আবাস যোজনায় ২২৯টি পরিবারকে গৃহ নির্মাণ করে দেয়ার কাজ চলছে ।

ধলাই জেলা ভিত্তিক প্রাণী পালন ও রোগ প্রতিরোধ বিষয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত

আমবাসা, ১৭ মে ।। প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের উদ্যোগে গতকাল আমবাসা পঞ্চায়েত রাজ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রাণী পালন ও প্রাণী রোগ প্রতিরোধ বিষয়ে ধলাই জেলা ভিত্তিক সচেতনতামূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় । বিধায়ক ললিত কুমার দেববর্মা এর উদ্বোধন করে কর্মশালার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তুলে ধরেন । প্রধান অতিথির ভাষণে বিধায়ক বিজয় লক্ষ্মী সিনহা বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে প্রাণী পালনের উপর গুরুত্বারোপ করেন । অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনায় অংশ নেন ধলাই জিলা পরিষদের সভাধিপতি পরিমল চন্দ্র দাস, আমবাসা পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন চন্দন ভৌমিক, এম ডি সি বাদরভূম হালাম, অতিরিক্ত জেলা শাসক দিলীপ কুমার চাকমা প্রমুখ । স্বাগত ভাষণ দেন দপ্তরের উপঅধিকর্তা তাপস কান্তি ঘোষ ।

সোনামুড়ায় ৩০ জন যুবক যুবতীকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ

সোনামুড়া, ১৭ মে ।। সোনামুড়া মহকুমা প্রশাসন এবং সোনামুড়া ওয়াকফ কমিটির যৌথ উদ্যোগে নগর পঞ্চায়েতের সভাকক্ষে মহকুমার নির্বাচিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ৩০ জন যুবক যুবতীদের তিন মাস ব্যাপী কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ গতকাল থেকে শুরু হয়েছে । এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন কমলা মজুমদার ও ভাইস চেয়ারপার্সন আবু তাহের, মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক দ্বীপরাজ রায়, সোনামুড়া ওয়াকফ কমিটির সদস্য আব্দুল বাড়ি এবং মহকুমা শাসক সুমিত লোধ । অতিথিগণ তাদের আলোচনায় বর্তমান সময়ে কম্পিউটার প্রশিক্ষণের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন ।

This document was created using Solid PDF Converter
To remove this message purchase the product at www.SolidPDFConverter.com

চন্দ্রপুরে সাংস্কৃতিক কর্মশালা সমাপ্ত

উদয়পুর, ১৭ মে ।। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এবং চন্দ্রপুর কলোনী লোকরঞ্জন শাখার ব্যবস্থাপনায় চন্দ্রপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আয়োজিত সপ্তাহ ব্যাপী সাংস্কৃতিক কর্মশালা গতকাল শেষ হয়েছে। কর্মশালায় ৬০ জন শিল্পীকে রবীন্দ্র ও নজরুল সঙ্গীত, নৃত্যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় । সমাপ্তি দিনে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিল্পীরা সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশন করেন । এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইন্দ্রনগর পঞ্চায়েতের প্রধান মিহির দেব, এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী সুরেশ বিশ্বাস, হরেকৃষ্ণ আচার্য, তথ্য ও সাংস্কৃতিক আধিকারিক সহ বিশিষ্ট জনেরা ।

কুঞ্জবনে চার তারা হোটেলের শিলান্যাস করলেন - মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১৬ মে ।। আজ বিকালে কুঞ্জবনে ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিগম লিমিটেড এবং হোটেল পোলো টাওয়ার্স গ্রুপের যৌথ উদ্যোগে একটি চার তারা হোটেলের শিলান্যাস হয়েছে । প্রস্তর ফলক উন্মোচন এবং প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে এর আনুষ্ঠানিক শিলান্যাস করেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার । রাজ্যের প্রথম চার তারা হোটেলের শিলান্যাস অনুষ্ঠানের সাক্ষী থাকতে আশাপাশ এলাকার অনেকেই অনুষ্ঠান স্থলে হাজির হয়েছিলেন । তাদের সামনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে প্রায় সমস্ত বক্তাই নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে এই হোটেলের নির্মাণ কাজ শেষ করার জন্য নির্মাণকারী সংস্থার প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার বলেন, গুণগতমান এবং উৎকর্ষতা বজায় রেখে স্থাপত্য শিল্পের একটা গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত হিসাবে এই বাড়ীটি যাতে নির্মিত হয় সেদিকে নজর দিতে হবে। এই হোটেলটি নির্মাণের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগরতলা শহরের কেন্দ্র বিন্দুতে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ তৈরী হতে চলেছে । আরও অনেক আগে থেকে চার কিংবা পাঁচ তারা হোটেল নির্মাণের জন্য চেষ্টা করা হচ্ছিল। এটা শুধু পর্যটক বা ব্যবসায়ী বা অন্যদের থাকার কথা ভেবে নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হচ্ছিল বিষয়টা তা নয়। অনেক আগে কুঞ্জবন সংলগ্ন আসাম রাইফেলস মাঠটিতে খেলাধূলার আয়োজন করা হত । মোহনবাগান, মহমেডান স্পোর্টিং-র স্বনামধন্য ফুটবল ক্লাব এই মাঠে খেলে গেছে । পিটি উষার মত স্বনামধন্য তারকাও এই মাঠে দৌড়েছেন । এই মাঠটিকে যাতে ফের খেলাধূলার জন্য ব্যবহার করা যায় সেজন্য রাজ্য সরকার ১০-১২ বছর ধরেই এই মাঠের দায়িত্বভার রাজ্য সরকারের হাতে তুলে দেবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তদ্বির করে আসছে । বারবার কেন্দ্রের কাছে এ বিষয়ে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। আসাম রাইফেলসের জন্য বিকল্প মাঠের প্রস্তাবও দেয়া হয়েছে । কিন্তু দুর্ভাগ্যের ঘটনা কেন্দ্রীয় সরকার এখন পর্যন্ত একটা খেলার মাঠ ব্যবহার করার অনুমতি দেয়নি । নতুন প্রজন্মের ছেলে-মেয়েরা যাতে এই মাঠ ব্যবহার করতে পারে তার জন্য রাজ্য সরকার এই তদ্বির চালাচ্ছে । আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের আসর আগরতলায় করার জন্য রাজ্য সরকারের আগ্রহ দীর্ঘদিন ধরেই রয়েছে। এই আগ্রহের সঙ্গেই অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িয়ে রয়েছে ক্রিকেটারদের থাকার জন্য একটি চার অথবা পাঁচ তারা হোটেলের ব্যবস্থা করার বিষয়টি । মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন হোটেল নির্মাণের জন্য আগে আই টি সির সঙ্গে কথা হয়েছিল । তাঁদের সঙ্গে পর্যটন উন্নয়ন নিগমের একটি সমঝোতাপত্রে স্বাক্ষরও হয়েছিল। কিন্তু এরপর চার বছর সময় নেবার পরও আই টি সি কর্তৃপক্ষ হোটেল নির্মাণের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারছিলেন না । বাধ্য হয়েই রাজ্য সরকার তিন মাসের নোটিস দিয়ে তাদের সঙ্গে স্বাক্ষর করা চুক্তিপত্র থেকে বেরিয়ে আসে । সব মিলিয়ে ৫-৬ বছর সময় নষ্ট হয়ে গেছে । মুখ্যমন্ত্রী বলেন, খেলাধূলা এবং ব্যবসা বাণিজ্যের সাথে আমাদের রাজ্যের ছেলে-মেয়েদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ।সভাপতির ভাষণে পর্যটনমন্ত্রী রতন ভৌমিক বলেন, পর্যটন শিল্পের বিকাশের জন্য রাজ্য সরকার যে সমস্ত ইতিবাচক পদক্ষেপ নিচ্ছে তার অঙ্গ হিসাবেই এই হোটেল নির্মাণের বিষয়টি যুক্ত হয়েছে । দুই বছরের মধ্যে এই হোটেলটির নির্মাণ কাজ শেষ করার চেষ্টা করা হবে বলে এর নির্মাণকারী সংস্থা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন । তিনি বলেন, প্রতি বছর রাজ্যে পর্যটকদের সংখ্যা বাড়ছে। প্রতিবেশী বাংলাদেশ থেকে শুরু করে বিভিন্ন দেশের পর্যটকরা এখন সারা বছর ধরেই এ রাজ্যে আসছেন । অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আগরতলা পুর নিগমের মেয়র ডঃ প্রফুল্লজিৎ সিনহা রাজ্যের পর্যটন শিল্পকে প্রসারিত করার ক্ষেত্রে এই চার তারা হোটেলটি একটি ভূমিকা নেবে বলে আশা প্রকাশ করেন । বিধায়ক ঝুমু সরকার বলেন, রাজ্য সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবেই এই হোটেলটি গড়ে উঠছে । মুখ্য সচিব সঞ্জীব রঞ্জন বলেন, ত্রিপুরার উন্নয়নের ক্ষেত্রে পর্যটনের একটা বড় ভূমিকা রয়েছে । এই সেকটরে কর্মসংস্থানের বড় সুযোগ থাকে । রাজ্য সরকারের প্রধান সচিব লোকরঞ্জন বলেন, অনেকদিন ধরেই এই ধরণের প্রকল্প করার জন্য চেষ্টা চালানো হচ্ছিল ।

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন হোটেল পোলো টাওয়ার্স গ্রুপের এম ডি কিষাণ টিব্রিওয়ালা । ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিগম লিমিটেডের এম ডি অনিন্দ্য কুমার ভট্টাচার্য ।

This document was created using Smart PDF Converter
To remove this message purchase the product at www.SmartPDFConverter.com

বিশালগড়ে কৃষকদের সহায়তা প্রদান

বিশালগড়, ১৬ মে ।। বিশালগড় পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা সম্প্রতি পঞ্চায়েত সমিতির হলে অনুষ্ঠিত হয় । সভাপতিত্ব করেন স্থায়ী কমিটির সভাপতি রসিদা বেগম । সভায় কৃষি আধিকারিক জানান, বিশালগড় ব্লক এলাকায় ৭২২ জন কৃষককে কৃষি বীমা যোজনার আওতায় আনা হয়েছে। ব্লক এলাকায় ৫৩০ হেক্টরে শ্রী পদ্ধতিতে এবং ১৬৮২ হেক্টরে হাইব্রীড জাতীয় ধান চাষ করা হয়। এতে লক্ষ্যমাত্রার ১০০ শতাংশ চাষ হয়েছে বলে জানানো হয় । কৃষি আধিকারিক আরও জানান, খুব শীঘ্রই বিশালগড় ব্লক এলাকার বন্যাসহ বিভিন্ন ভাবে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ১৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি দিয়ে সহায়তা করা হবে। দপ্তরের পক্ষ থেকে ব্লকের নবীনগর পঞ্চায়েতে নতুন ১টি বি এল ডাব্লিও ষ্টোর স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । উদ্যান দপ্তরের পক্ষ থেকে সভায় জানানো হয়, গত অর্থবর্ষে ৩৩টি স্থানে আলুচাষের জন্য ভর্তুকীতে চাষীদের টি পি এস আলু দেওয়া হয় এবং বিভিন্ন ফুলচাষে ৪৪ জন ফুলচাষীকে সহায়তা দেওয়া হয়েছে। জল সম্পদ দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়, কৃষকদের সেচের সুবিধার জন্য গজারিয়া পঞ্চায়েতে ১টি নতুন স্লুইচ গেইট নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং কসবা পঞ্চায়েতে সেচের জন্য ১৫০ মিটার পাইপ লাইন সহ নতুন ১টি পাম্প হাউস চালু করা হয়েছে । এছাড়া, দক্ষিণ মধুপুরে নতুন ১টি ডিপটিউবওয়েল বসানো হবে। মৎস্য দপ্তরের পক্ষ থেকে সভায় জানানো হয়, বিভিন্ন প্রকল্পে ব্লক এলাকায় ৩টি পুকুর সংস্কার করা হবে এবং পৃথক একটি প্রকল্পে মৎস্যজীবীদের মধ্যে ১৮০টি কনিজাল ও ১৬টি বেড়জাল এবং পঞ্চায়েত উন্নয়ন তহবিলের অর্থে ২০টি বেড়জাল বিতরণ করা হবে । এছাড়া, সমবায় ও খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকেরা স্ব স্ব দপ্তরের উন্নয়ন কাজের বিষয় সভায় তুলে ধরেন। সভায় পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সদস্য/সদস্যাসহ পঞ্চায়েত আধিকারিকও উপস্থিত ছিলেন ।

ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে আগাম ব্যবস্থা গ্রহণ

বিশালগড়, ১৬ মে ।। ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ কর্মসূচীর অঙ্গ হিসেবে বিশালগড় ও চড়িলাম ব্লকের ৩০টি ভিলেজ ও পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় ডি ডি টি ছড়ানো হয়েছে। এপ্রিল মাস থেকে এই কর্মসূচী শুরু হয়েছিল। ডি ডি টি ছড়ানোর জন্য ৬টি দল কাজ করে। তাতে প্রায় ১৩ হাজার পরিবার উপকৃত হয়েছে। এই কর্মসূচীর অঙ্গ হিসেবে বিশেষ দল উত্তর চড়িলাম, বংশীবাড়ি, সুতারমুড়া, রামছড়া প্রভৃতি এলাকায় ১২২১ জনের রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে এবং পরীক্ষা করে । কারো রক্তে ম্যালেরিয়ার জীবাণু পাওয়া যায়নি। বিশালগড় মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিকের কার্যালয় থেকে এই তথ্য জানানো হয়েছে ।

কিল্লাভার্মা ভিলেজে ঘর পাবে ৫৫টি পরিবার

জম্পুইজলা, ১৬ মে ।। গত অর্থ বছরে এম জি এন রেগায় জম্পুইজলা ব্লকের কিল্লাভার্মা এ ডি সি ভিলেজে বিভিন্ন স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। এই ভিলেজে ৬টি জমি সমতল, ১০টি নতুন কাঁচা রাস্তা নির্মাণ, ৭টি রাস্তা সংস্কার, ৩টি পুকুর খনন, ৬টি কাঁচা চ্যানেল, ১টি মিনি ব্রীজ, ৫টি বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। এতে শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে ৫৪ হাজার ৯৬৮টি। এছাড়াও চলতি ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় (গ্রামীণ) কিল্লাভার্মা এ ডি সি ভিলেজ এলাকার ৫৫টি দরিদ্র পরিবারকে গৃহ নির্মাণ করে দেয়া হবে ।

বেলবাড়ীতে জৈবসার উৎপাদনে কর্মসূচী

জিরানীয়া, ১৬ মে ।। বেলবাড়ী ব্লকের উদ্যোগে ব্লক এলাকার ১৫টি ভিলেজে জৈবসার উৎপাদনে কৃষকদের আগ্রহ বাড়াতে ১০০টি পরিবারকে ভার্মি কম্পোস্ট পীট তৈরী করে দেওয়া হচ্ছে। এখন পর্যন্ত ১১টি ভিলেজের ৭৬টি পরিবারকে এই ভার্মি কম্পোস্ট পীট তৈরী করে দেয়া হয়েছে । বাকী আরও ৪টি ভিলেজের ২৪টি কৃষিজীবী পরিবারকে এই প্রকল্পে ভার্মি কম্পোস্ট পীট তৈরী করে দেওয়া হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্লকের ব্যয় হচ্ছে প্রতিটিতে ২৪ হাজার ৩৮০ টাকা করে ২৪ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা । বেলবাড়ী ব্লক অফিস থেকে এ সংবাদ জানানো হয়েছে ।

মুখ্যমন্ত্রীর সাথে ক্লেফট সোসাইটির প্রতিনিধি দলের সৌজন্য সাক্ষাৎ

আগরতলা, ১৬মে ।। হায়দ্রাবাদ ক্লেফট সোসাইটির জি এস আর হাসপাতালের অধ্যাপক ড. শ্রীনিবাস গোসলা রেড্ডির নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল আজ সন্ধ্যায় সচিবালয়ে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারে মিলিত হন । সাক্ষাতের সময় রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বাদল চৌধুরীও উপস্থিত ছিলেন । এই সংস্থাটি ত্রিপুরায় একটি ডেন্টাল কলেজ খুলতে আগ্রহ দেখিয়েছে ।

সচিবালয়ে ওয়াই-ফাই পরিষেবার উদ্বোধন

আগরতলা, ১৬মে ।। আজ সচিবালয়ের ২নং কনফারেন্স হলে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সচিবালয়ে ওয়াই-ফাই পরিষেবার উদ্বোধন করেন তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী তপন চক্রবর্তী । একই সাথে তিনি তথ্য প্রযুক্তি ডাইরেক্টোরেটের নতুন ওয়েব সাইটেরও উদ্বোধন করেন । অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে মানুষের জীবনযাত্রা ও চিন্তাধারার দ্রুত উন্নয়ন হচ্ছে। আজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির গুরুত্ব অপরিসীম। সেই প্রেক্ষিতে তথ্য প্রযুক্তি ডাইরেক্টোরেট সচিবালয়ে ওয়াই-ফাই পরিষেবার যে উদ্যোগ নিয়েছে । এর ফলে বিভিন্ন সরকারী কাজকর্মে সহজেই ইন্টারনেট যুক্ত করার কাজ আরও সহজতর হবে । অনুষ্ঠানে মুখ্যসচিব সঞ্জীব-রঞ্জন বলেন, ওয়াই-ফাই পরিষেবা চালু হবার ফলে সচিবালয়ে কাজের গতি ও মান আরও বাড়বে । অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন তথ্য প্রযুক্তি দপ্তরের প্রধান সচিব এম নাগারাজু, এন আই সি -এর আধিকারিক সি কে ধর, তথ্য প্রযুক্তি দপ্তরের অধিকর্তা দেবপ্রিয় বর্দ্ধন ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধিগণ ।

This document was created using Smart PDF Converter. To remove this message purchase the product at www.SmartPDFConverter.com

ধর্মনগরে মাতৃভাষা প্রণাম দিবস ১৯ মে

ধর্মনগর, ১৬ মে ।। বরাকের ভাষা শহীদদের স্মরণে ধর্মনগর বিবেকানন্দ সার্ধ শতবার্ষিকী ভবনে ১৯ মে অনুষ্ঠিত হবে রাজ্য ভিত্তিক মাতৃভাষা প্রণাম দিবস । তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, ধর্মনগর পুর পরিষদ এবং উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা মন্ত্রী বিজিতা নাথ ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি প্রতিমা দাস । বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বিধায়ক রাজেন্দ্র রিয়াং, কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান স্বপ্নারানী মাহিষ্য দাস, কালাছড়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান দীপ্তি রানী দেবনাথ, যুবরাজ নগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সমীরণ দাস, পানিসাগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শীতল দাস, প্রাক্তন বিধায়ক অমিতাভ দত্ত প্রমুখ । সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন পানিসাগর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন অরুন্ধুতি দাস, শিলচরের বিশিষ্ট কবি অমিতাভ দেব চৌধুরী এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা টি কে চৌধুরী । অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন ধর্মনগর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন শক্তি ভট্টাচার্য । মাতৃভাষা প্রণাম দিবসে ঐদিন সকালে হবে শোভাযাত্রা । শোভাযাত্রার পর বিবেকানন্দ সার্ধশত বার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গণে হবে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ জ্ঞাপন অনুষ্ঠান । সংশ্লিষ্ট ভবনে মূল অনুষ্ঠানে আলোচনাচক্র, রাজ্য ও বহি:রাজ্যের কবিদের নিয়ে কবি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে । সন্ধ্যায় আয়োজন করা হয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ।

২২ মে বকাফায় উপজাতিদের ঐতিহ্যবাহী ক্রীড়া

রূপাইছড়ি, ১৬ মে ।। বকাফা ব্লকের উত্তর তাকমাছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ে আগামী ২২ মে দক্ষিণ জোন ভিত্তিক উপজাতিদের ঐতিহ্যবাহী ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে । এ ডি সিঞ্চর যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করবেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া বিভাগের কার্যনির্বাহী সদস্য পরীক্ষিৎ মুড়াসিং । দক্ষিণ জোন্যালের ১০টি সাবজোনের ৬৮৮ জন খেলোয়াড় ১৪টি ইভেন্টে অংশ গ্রহণ করবেন । ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের প্রস্তুতির জন্য সম্প্রতি দক্ষিণ জোন্যালের কনফারেন্স হলে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ জোন্যালের চেয়ারম্যান এম ডি সি অরুণ ত্রিপুরার সভাপতিত্বে আয়োজিত সভায় বিভিন্ন সাব জোন্যালের চেয়ারম্যান, সংশ্লিষ্ট আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন ।

কিল্লাভার্মায় প্রশাসনিক শিবির অনুষ্ঠিত

জম্পুইজলা, ১৬ মে ।। জম্পুইজলা মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে সম্প্রতি জম্পুইজলা মহকুমার কিল্লাভার্মা এ ডি সি ভিলেজের লুসকাম পাড়াতে প্রশাসনিক ও স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয় । শিবিরে এই ভিলেজের চেয়ারম্যান কয়াহরি রাঙ্খল, জম্পুইজলা মহকুমা শাসক এল ডার্লং, বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ সংশ্লিষ্ট এলাকার বিভিন্ন সুবিধা অসুবিধা নিয়ে জনগণের সাথে মত বিনিময় সভা করেন । শিবিরে তাৎক্ষণিক আবেদনের ভিত্তিতে মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ৩৬টি পি আর টি সি, ২১টি এস টি সার্টিফিকেটের আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয় । স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে ৫৮ জনকে চিকিৎসা করে প্রয়োজনীয় ঔষধ দেয়া হয়। প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর থেকে ১৮৮টি গবাদি পশু ও পাখীর জন্য বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধক ঔষধ প্রাণী পালকদেরকে দেয়া হয় ।

সোনামুড়ায় জমির পাট্টা বিতরণ অনুষ্ঠান ১৯ মে

সোনামুড়া, ১৬ মে ।। ১৯ মে দুপুর ১২ টায় সোনামুড়া নব নির্মিত টাউন হলে আনুষ্ঠানিক ভাবে ভূমিহীনদের মধ্যে জমির পাট্টা বিতরণ করা হবে । সোনামুড়া মহকুমার ৮২৯টি ভূমিহীন পরিবারকে মহকুমা প্রশাসনের রাজস্ব বিভাগ থেকে এদিন ভূমির পাট্টা প্রদান করা হবে । ৭১১টি বি পি এল এবং ১১৮টি এ পি এল পরিবারকে এই ভূমি বন্দোবস্ত দেয়া হবে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার উপস্থিত থাকবেন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী সহিদ চৌধুরী । সম্মানিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন বিধায়ক তপন দাস, মেলাঘর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন সুরেশ দাস, সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন কমল মজুমদার, মোহনভোগ সাব জ্যোন্যাল-এর চেয়ারম্যান মধুসূদন দেববর্মা, সিপাহীজলা জেলা শাসক প্রদীপ চক্রবর্তী প্রমুখ । অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন বিধায়ক শ্যামল চক্রবর্তী ।

উৎসাহ উদ্দীপনায় রাজর্ষি উৎসবের উদ্বোধন

উদয়পুর, ০৯মে ।। উদয়পুরের পুরাতন রাজবাড়ী ভুবনেশ্বরী মন্দির প্রাঙ্গণে আজ থেকে শুরু হয়েছে তিনদিন ব্যাপী ১৫তম রাজর্ষি উৎসব । তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিগম, গোমতী জিলা পরিষদ এবং রাজর্ষি উৎসব কমিটির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই উৎসবের উদ্বোধন করেন পর্যটন মন্ত্রী রতন ভৌমিক । অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক মাধব সাহা ।

উদ্বোধকের ভাষণে মন্ত্রী রতন ভৌমিক বলেন, রাজর্ষি উৎসব মানে রবীন্দ্র উৎসব । এই উৎসব মানব জাগরণের উৎসব । রবীন্দ্রনাথ আমাদের সংস্কৃতি । সমাজ জীবনের এমন কোনও ক্ষেত্র নেই যেখানে তাঁর চোখ যায়নি । সময়ের সাথে সঙ্গতি রেখে সমাজ পরিবর্তনের বার্তা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন । যা আজও প্রাসঙ্গিক । তিনি বলেন, রাজর্ষি উৎসব আমাদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন শিল্পের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে । তিনি এই উৎসবের সার্বিক সাফল্য কামনা করেন ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে বিধায়ক মাধব সাহা বলেন, রবীন্দ্রনাথ দেশের স্বার্থে এবং মানবজাতিকে সচেতন করতে গল্প, নাটক, গান, কবিতা ইত্যাদি লিখেছিলেন । যা আজও প্রাসঙ্গিক । তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন, চিন্তা-চেতনা, সংস্কৃতিকে নবীন প্রজন্মের কাছে ছড়িয়ে দিতে আহ্বান জানান । এছাড়া, রাজর্ষি উৎসবের সার্বিক সাফল্যের কামনা করে বক্তব্য রাখেন উদয়পুর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন সুব্রত দেব। স্বাগত ভাষণ দেন উদয়পুরের ভারপ্রাপ্ত মহকুমা শাসক সুধন দেববর্মা। অনুষ্ঠানে রাজর্ষি উৎসব উপলক্ষ্যে স্মরণিকা প্রকাশ করেন মন্ত্রী রতন ভৌমিক । অনুষ্ঠানে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য সারন কুমার মলসম এবং কান্তিকুমার চক্রবর্তীকে রাজর্ষি সম্মাননা প্রদান করা হয় । উৎসব উপলক্ষ্যে বিভিন্ন দপ্তর থেকে উন্নয়নমূলক প্রদর্শনী স্টল খোলা হয়েছে । অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন সংস্কৃতি সমন্বয় কেন্দ্রের শিল্পীরা । উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর আয়োজিত হয় বর্ণময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান । সভাপতিত্ব করেন গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুনীতি সাহা । অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাতাবাড়ী পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রেখারাণী মজুমদার, পুলিশ সুপার বিজয় দেববর্মা প্রমুখ । ধন্যবাদ জানান তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহঅধিকর্তা টিংকু বিশ্বাস ।

This document was created using Smart PDF Converter
To remove this message purchase the product at www.SmartPDFConverter.com